"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের অপার খুশী হওয়া উচিত যে আমরা এখন পুরানো কাপড় ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাবো তারপর আবার নতুন কাপড় নেবো নূতন দুনিয়াতে"

*প্রশ্নঃ - ড্রামার কোন্ রহস্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম- বোঝার মতো?

*উত্তরঃ - এই ড্রামা উকুনের মতো টিক্ টিক্ করে চলতে থাকে । যার যে অ্যাক্ট চলেছিলো সেটাই আবার হুবহু ৫ হাজার বছর পরে রিপিট হবে, এই রহস্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম - বুঝতে হবে। যে বাচ্চারা এই রহস্যটা যথাযথ ভাবে বুঝতে পারে না, তখন বলে দেয় ড্রামাতে থাকলে পুরুষার্থ করে নেবে, তারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে, এরপর বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে আর পবিত্র হয়ে উঠতে হবে। বলেও থাকে - হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করো, কারণ মনে করে আমরা হলাম পতিত বুদ্ধি সম্পন্ন। বুদ্ধিতেও বলে এটা হলো আয়রণ এজড় দুনিয়া। নতুন দুনিয়াকে সতোপ্রধান, পুরানো দুনিয়াকে তমোপ্রধান বলা হয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমারা এখন বাবাকে পেয়েছো, ভক্তের ভগবান প্রাপ্ত হয়েছে, বলাও হয় ভক্তির পরে ভগবান এসে ভক্তির ফল দেন, কারণ পরিশ্রম করে বলে তার ফলও চায়। ভক্ত কত যে পরিশ্রম করে সেটা তো তোমরা জানো। তোমরা অর্ধ- কল্প ভক্তি মার্গে ধাক্কা খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। ভক্তি করতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছো। এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে । পরিশ্রম করা হয় লাভবান হওয়ার জন্য। মনে করে ভগবান এসে ভক্তির ফল দেবেন, তো যিনি ফল দেন ভগবানই থাকেন। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে কারণ ভক্তিতে আছে দুঃখ, তো বলে এসে আমাদের দুঃখ হরণ করো, পবিত্র করো। কেউই জানে না যে, এখন হলো রাবণ রাজ্য। রাবণই পতিত করেছে। বলেও থাকে রাম রাজ্য চাই, কিন্তু সেটা কবে, কীভাবে হবে - কারোরই সেটা জানা নেই। আত্মা ভিতরে-ভিতরে বোঝে যে এখন হলো রাবণ রাজ্য। এটা হলোই ভক্তি মার্গ। ভক্ত অনেক নাচ তামাশা করে। খুশীও হয় আবার কাঁদতেও থাকে। ভগবানের প্রতি প্রেমে অশ্রু এসে যায়, কিন্তু ভগবানের সাথে পরিচিত নয়। যাঁর প্রতি প্রেমে অশ্রু এসে যায় তাকে জানতে হবে তো! চিত্র থেকে তো কিছু পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, অনেক ভক্তি করলে তো সাক্ষাৎকার হয়। ব্যস্, সেটাই হলো তাদের কাছে খুশীর ব্যাপার। ভগবান নিজে এসেই নিজের পরিচয় দেন যে আমি কে। আমি যে, আমি যেমন, দুনিয়াতে কেউ জানে না। তোমাদের মধ্যে যারা বাবা বলে তাদের মধ্যেও কেউ সুপরিপক্ক, কেউ কাঁচা। দেহ-অভিমান ভাঙতেই পরিশ্রম হয়। দেহী-অভিমানী হতে হবে। বাবা বলেন তোমরা হলে আত্মা, তোমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছো। এখন আত্মার তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মা বুঝতে পারছে। বাচ্চারা, তোমাদের সমগ্র সৃষ্টি চক্রের নলেজ বাবা দেন। বাবা হলেন নলেজফুল তাই বাচ্চাদেরও নলেজ দেন। কেউ জিজ্ঞাসা করে শুধুমাত্র তোমরাই ৮৪ জন্ম নাও। বলো হ্যাঁ- আমাদের মধ্যে কেউ ৮৪ জন্ম নেয়, কেউ ৮২ জন্ম নেয়। কেউ সব চেয়ে বেশী ৮৪ জন্ম নেয়। ৮৪ জন্ম তাদের হয় যারা শুরুতে আসে। যারা ভালো ভাবে পড়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে, তারা আগে আসবে। মালাতে নিকটতম ভাবে ঘোরানো হবে। যেমন নূতন বাড়ী তৈরী হতে থাকলে মনে হতে থাকে যে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে গেলে, গিয়ে বসি। বাচ্চারা, তোমাদেরও খুশী হওয়া উচিত- এখন আমাদের এই পুরানো কাপড় ছেড়ে নূতন নিতে হবে। নাটকে অ্যাক্টর্স আধা ঘন্টা আগে থেকেই ঘড়ি দেখতে থাকে, টাইম সম্পূর্ণ হলে বাড়ী যাবে। সেই টাইম এসে পড়ে। বাচ্চারা তোমাদের জন্য অসীম জগতের ঘড়ি রয়েছে । তোমরা জানো যখন কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে তখন আর এখানে থাকবে না। কর্মাতীত হওয়ার জন্যও স্মরণে থাকতে হয়, পরিশ্রম অনেক । নতুন দুনিয়াতে তোমরা যাও আবার এক এক জন্মে কলা কম হতে থাকে। নূতন বাড়ীতে ৬ মাস বসবাস করলে কিছু না কিছু দাগ ইত্যাদি তো হয়ে যায় তাই না! কিছুটা হলেও তফাৎ এসে যায়। তো সেখানে নতুন দুনিয়াতেও কেউ তো প্রথমে আসবে, কেউ একটু পরে আসবে। যে প্রথমে আসবে তাকে বলা হবে সতোপ্রধান আবার ধীরে-ধীরে কলা কম হতে থাকে। এই ড্রামার চক্র উনুনের মতো চলতে থাকে। টিক্ টিক্ হতে থাকে। তোমরা জানো যে সমগ্র দুনিয়াতে যার যা - কিছুই অ্যাক্ট চলে সেটাই চক্রবৎ আবর্তিত হতে থাকে। এটা বুঝতে পারার পক্ষে খুবই সূক্ষ্ম ব্যাপার। বাবা অনুভবের আধারে শোনান।

তোমরা জানো যে, এই পড়াশোনা আবার ৫ হাজার বছর পরে রিপিট হবে। এ হলো পূর্ব নির্মিত খেলা। এই চক্রের বিষয়ে কারোরই জানা নেই। এর ক্রিয়েটার, ডাইরেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টর কে- কিছুই জানে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের জানা আছে

যে - আমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন ফিরে যাচ্ছি। আমরা হলাম আত্মা। দেহী-অভিমানী হলে তবে খুশীর পারদ চড়বে। সেটা হলো পার্থিব জগতের নাটক, এটা হলো অসীম জগতের। বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়াচ্ছেন, এটা বলবেন না যে অমুক সময়ে এটা হবে। বাবাকে যে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেন ড্রামাতে যা কিছু বলার সেটা বলে দেওয়া হয়, ড্রামা অনুসার যে উত্তর পাওয়া যেত সেটা পাওয়া গেছে, ব্যস্, এর উপরে চলতে হবে। ড্রামা ব্যতীত বাবা কিছুই করতে পারেন না। কোনো কোনো বাচ্চা বলে ড্রামাতে থাকলে তো পুরুষার্থ করে নেওয়া যাবে, তারা কখনো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা বলেন পুরুষার্থ তোমাদের করতে হবে। ড্রামা তোমাদের পুরুষার্থ করিয়ে নেয় পূর্ব কল্পের মতো। কেউ ড্রামা অনুসারে দাঁড়িয়ে পরে যে, ড্রামাতে যা আছে হবে, তাই মনে করা হয় তাদের ভাগ্যে নেই। তোমাদের এখন স্মৃতি এসেছে যে - আমরা হলাম আত্মা, আমরা এই পার্ট প্লে করতে এসেছি। আত্মাও অবিনাশী, পার্টও অবিনাশী। ৮৪ জন্মের পার্ট আত্মাতে নির্ধারিত হয়ে আছে আবার সেই পার্টই প্লে করবে। এটাকেই বলা হয় প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মের কি আর বিস্তার করা যায়। এখন মুখ্য ব্যাপার হলো - পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। এই চিন্তাই থাকতে হবে । কর্ম করার সময়ও বাবার স্মরণে থাকতে হবে। তোমরা একই প্রিয়তমের প্রিয়তমা তাই না। সেই এক প্রিয়তমকে সকল প্রিয়তমারা স্মরণ করে। সেই প্রিয়তম বলেন এখন আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদের পবিত্র করে তুলতে এসেছি। তোমরা আমাকেই পতিত-পাবন বলো আবার আমাকে ভুলে গিয়ে গঙ্গাকে কেন পতিত-পাবনী বলো? এখন তোমরা বুঝে গেছো বলে ওই সব ছেড়ে দিয়েছো। তোমরা মনে করো একমাত্র বাবা হলেন পতিত-পাবন। এখন কৃষ্ণকে পতিত-পাবন মনে করে কখনো স্মরণ করো না। কিন্তু ভগবান কীভাবে আসেন - এটা কেউ জানে না। কৃষ্ণের আত্মা যিনি সত্যযুগে ছিলেন তিনি অনেক রূপ ধারণ করতে-করতে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে আবার সতোপ্রধান হচ্ছে। শাস্ত্রে এই ভুল করে দিয়েছে। এই ভুলটাই হয় যখন, তখন আমি এসে নির্ভুল করি। এই ভুল হওয়াটাও ড্রামাতে রয়েছে, আবারও হবে। এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে, শিব ভগবানুবাচ। ভগবান বলাও হয় শিবকে। ভগবান তো একজনই। সব ভক্তদের ফল প্রদানকারী এক ভগবান। ওনাকে কেউই জানতে পারে না। আত্মা বলেও গড্ ফাদার। ঐ লৌকিক ফাদার তো এখানে, তবুও সেই বাবাকে স্মরণ করে থাকো তোমরা, সুতরাং আত্মার দুইজন ফাদার । ভক্তি মার্গে সেই ফাদারকে স্মরণ করতে থাকে। আত্মা তো আছেই। এত এত আত্মাদের নিজের নিজের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এক শরীর ছেড়ে আবার দ্বিতীয় শরীর নিয়ে পার্ট প্লে করতে হয়। এই সমস্ত ব্যাপার একমাত্র বাবা বোঝান। বলেনও আমি এখানে পার্ট প্লে করতে এসেছি। এটা হলো একটা মঞ্চ। এর মধ্যে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র ইত্যাদি সব হলো লাইটস। এই সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্রকে মানুষ দেবতা বলে দেয়, কারণ এরা খুব ভালো কাজ করে, রিমঝিম করে, কাউকে কষ্ট দেয় না, সকলকে সুখ দেয়। অনেক কাজ করে, এরজন্য এদের দেবতা বলে দেয়। ভালো কাজ যারা করে তাদের বলে যে - ইনি যেন দেবতা। এখন বাস্তবে তো দেবতারা ছিলেন সত্যযুগে। সকলে সুখ প্রদানকারী ছিলেন। সকলের মধ্যে প্রীতি ছিল, যার কারণে এই চাঁদ তারাদের দেবদেবীদের সাথে তুলনা করা হয়। দেবতাদের গুণ কীর্তনও করা হয়। তাদের সামনে গিয়ে গায় - আমি নির্গুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই, দয়া করে... তোমাকে দয়া করতেই হবে । বাবা বলেন দয়া হয় বলেই আবার এসেছি, তোমাদের গুণবান করে তুলতে। তোমরা পূজ্য ছিলে, এখন পূজারী হয়েছো আবার পূজ্য হও। 'আমিই সেই' (সো হম) এর অর্থ তোমাদের বুঝিয়েছি। মানুষ তো বলে দেয় আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা। বাবা বলেন এটা হলো রঙ(ভুল)। তোমরা আত্মারা নিরাকার ছিলে আবার তোমরাই দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছো। এখন তোমরাই ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছো। আত্মা প্রথমে সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসে। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারো যে এই নলেজ বাবা প্রতি কল্পে-কল্পে সঙ্গমযুগে এসে আমাদের প্রদান করেন। ভারত প্রথম থেকেই স্বর্গ ছিলো, সেখানে কতো অল্প মানুষ হবে। এখন হলো কলিযুগ। সব ধর্ম এসে গেছে। সত্যযুগে কি আর অন্য কোনো ধর্ম ছিলো! সেখানে হয়ই এক ধর্ম। এছাড়া সব আত্মারা চলে যায়। তোমরা জানো যে এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যে কেউ এলে, বলো এটা হলো অসীম জগতের ঘড়ি। বাবা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে এই ঘড়ি তৈরী করেছেন। যেমন সেই ঘড়ি তোমরা বারে-বারে দেখো, এখন এই অসীম জগতের ঘড়ি স্মরণে আসে। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা এক ধর্মের স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা আসুরী দুনিয়ার বিনাশ করান। বুদ্ধিতেও বলে - এই চক্র অবশ্যই আবর্তিত হয়। কলিযুগের পর সত্যযুগ আসবে। এখন মানুষও অনেক, উপদ্রবও অনেক হতে থাকে। সেই বোমা তৈরী হচ্ছে। শাস্ত্রেও কতো কথা বলে দিয়েছে। বাবা এসে বেদ - শাস্ত্রের সার বোঝান। মুখ্য ধর্ম হলো চার । এই ব্রাহ্মণ ধর্ম হলো পঞ্চম। সবচেয়ে উচ্চতম হলো এই ছোটো ধর্ম। যজ্ঞ রক্ষক হলো এই ব্রাহ্মণেরা। এটা হলো জ্ঞান যজ্ঞ। উপদ্রবকে বন্ধ করার জন্য এই যজ্ঞ, তারা মনে করে - এই লড়াই ইত্যাদি যেন না হয়। আরে লড়াই না লাগলে সত্যযুগ আসবে কীভাবে, এতো সব মানুষ যাবে কোথায় ! আমাদের সব আত্মাদের নিয়ে যাবেন তো অবশ্যই, শরীর এখানে ত্যাগ করে যেতে হবে। তোমরা ডেকেও থাকো - হে বাবা, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো।

বাবা বলেন, আমাকে অবশ্যই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করতে হবে। পবিত্র দুনিয়া হলোই সত্যযুগ, সবাইকে মুক্তিধাম নিয়ে যাই। সবাই তো মৃত্যুকে আবাহন করে। তারা এটা বুঝতে পারে না যে তারা মহান মৃত্যুকে আহ্বান করছে। বাবা বলেন এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত হয়ে আছে। আত্মাদের ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে বের করে শান্তিধামে নিয়ে যাই। এটা তো ভালো ব্যাপার। তোমাদের মুক্তি থেকে আবার জীবনমুক্তিতে আসতে হবে, আবার জীবনবন্ধতে যাওয়া। এতো সব আত্মারা তো সত্যযুগে আসবে না, আবার নম্বর অনুযায়ী আসবে, সেই কারণে এখন শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। শেষে যারা আসে তাদের পার্টই তো অল্প। তারা প্রথমে অবশ্যই সুখ প্রাপ্ত করবে। তোমাদের পার্ট হলো সবচেয়ে উচ্চ। তোমরা অনেক সুখ প্রাপ্ত করো। ধর্ম স্থাপক তো শুধুমাত্র ধর্ম স্থাপনা করে, কাউকে লিবারেট (মুক্ত) করে না। বাবা তো ভারতে এসে সকলকে জ্ঞান প্রদান করেন। তিনিই হলেন সকলের পতিত পাবন, সকলকে লিবারেট করেন। আর কোনো ধর্ম স্থাপক সদ্গতি করতে আসে না, তারা আসে ধর্ম স্থাপন করতে। তারা কোনো শান্তিধাম সুখধামে নিয়ে যায় না, সকলকে শান্তিধাম, সুখধামে একমাত্র বাবা নিয়ে যান। যিনি দুঃখ থেকে ছাড়িয়ে সুখ প্রদান করেন, তীর্থ তাঁরই হয়। মানুষ বোঝে না, বাস্তবে তো সত্যিকারের তীর্থ হলো একমাত্র বাবার। মহিমাও সেই এক এরই হয়। সবাই তাঁকে ডাকে - হে লিবারেটর (মুক্তেশ্বর) এসো। ভারতই হলো সত্যিকারের তীর্থ, যেখানে বাবা এসে সকলকে মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রদান করেন। আর তোমরা আবার ভক্তি মার্গে ওনার বড়-বড় মন্দির তৈরী করো। হীরে-জহরতের মন্দির তৈরী করো। সোমনাথের মন্দির কতো অপূর্ব সৃষ্টি আর এখন দেখো বাবা কোথায় বসেছেন, পতিত শরীরে, পতিত দুনিয়াতে। তোমরাই চেনো। তোমরা বাবার সাহায্যকারী হয়ে ওঠো। আর সকলকে রাস্তা বলে দিতে যারা সাহায্য করবে তাদের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। এটাই রীতি। বাবা বলেন পরিশ্রম করো। অনেককে রাস্তা বলে দাও যে বাবা আর উত্তরাধিকার কে স্মরণ করো। ৮৪ র চক্র তো সামনে রয়েছে, এটা হলো যেন অন্ধের সামনে আয়না। এই ড্রামা হুবহু রিপিট হয়, তবুও আমাকে কেউ জানবে না। এইরকম নয় যে আমার মন্দির লুন্ঠন করবে তো আমি কিছু করবো। ড্রামাতে লুন্ঠন আছে, আবার লুন্ঠন করে নিয়ে যাবে। আমাকে ডাকেই পতিত থেকে পবিত্র করো, তাই আমি এসে বাচ্চাদের পড়াই। ড্রামাতে বিনাশও নির্ধারিত হয়ে আছে, তাই আবার হবে। আমি কোনো ফুঁ দিয়ে দিই না যে বিনাশ হয়ে যাবে। এই বোমা ইত্যাদি তৈরী হয়েছে - এটাও ড্রামাতে নির্ধারিত। আমিও ড্রামার বন্ধনে বাঁধা। আমার পার্ট হলো সবচেয়ে বড় - সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা, পতিত থেকে পবিত্র করা। এখন সমর্থ কে? আমি না ড্রামা? রাবণকেও ড্রামা অনুসারে আসতেই হবে। যে নলেজ আমার মধ্যে আছে, সেটা এসে দিই। তোমরা হলে শিববাবার সেনা। রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো তোমরা। বাবা বলেন সেন্টার্স খুলতে থাকো। আমি এসেছি পড়াতে। আমি কিছু নিই না। টাকা পয়সা যা কিছু আছে সে সব এতে সফল করো। এমনও না যে সব উজার করে দিয়ে খিদেতে মরো। খিদেতে কেউ মরতে পারে না। বাবা সব কিছু দিয়েছেন, তবুও খিদেয় মরবে কি? তোমরা কি খিদেয় মরো? শিববাবার ভাঁড়ার। আজকাল দেখো কতো মানুষ খিদেয় মরতে থাকে। এখন বাচ্চারা, তোমাদের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করতে হবে। এটা হলো আত্মিক নেচার কিওর। একদম সিম্পল ব্যাপার, শুধুমাত্র মুখে বলো মন্মনাভব। আত্মাকে কিওর করে, সেইজন্য বাবাকে অবিনাশী সার্জনও বলা হয়। কতো সুন্দর অপারেশন শেখান। আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। এই কাঁটার জঙ্গলে থেকেও এমন মনে করো যে আমি ফুলের বাগানে চলেছি। বাড়ী যাচ্ছি। একে অপরকে স্মরণ করাতে থাকো। আল্লাহেক স্মরণ করলে তবে বে অর্থাৎ বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে বাবার সাহায্যকারী হতে হবে। অন্ধকে রাস্তা দেখাতে হবে। অসীম জগতের ঘড়িটাকে সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে হবে।

২) যজ্ঞের তত্ত্বাবধান করার জন্য সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হয়ে উঠতে হবে। পয়সা ইত্যাদি যা কিছু আছে সেই সব সফল করে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদানঃ- মন্মনা ভব-র বিধি দ্বারা বন্ধনের বীজকে সমাপ্তকারী নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ ভব

বন্ধনের বীজ হল সম্বন্ধ। যখন বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধ জুড়ে নিয়েছো, তারপরও আর কারও প্রতি মোহ কিকরে থাকতে পারে। বিনা সম্বন্ধে মোহ থাকে না, আর মোহ নেই তো বন্ধন নেই। যখন বীজকেই সমাপ্ত

করে দিয়েছো তো বিনা বীজ বৃক্ষ কিভাবে উৎপন্ন হবে। যদি এখনও পর্যন্ত বন্ধন থাকে তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে কিছু ভেঙেছো, কিছু জুড়েছো এইজন্য মন্মনা ভব-র বিধির দ্বারা মনের বন্ধনগুলির থেকেও মুক্ত নষ্টমোহ স্মৃতিস্বরূপ হও তাহলে এইসব অভিযোগ সমাপ্ত হয়ে যাবে যে কি করবো, বন্ধন আছে, কাটছে না।

স্লোগানঃ- ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো উৎসাহ উদ্দীপনা এইজন্য যে কোনও পরিস্থিতিতে উৎসাহ উদ্দীপনার প্রেশার যেন কম না হয়।

অব্যক্ত ঈশারা :- একান্ত প্রিয় হও, একতা আর একাগ্রতাকে ধারণ করো

যতটা সেবার দোলাচলে আসো, ততটাই একদম আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাও। যেকোনও নতুন ইন্ভেনশন (আবিষ্কার) আর শক্তিশালী ইন্ভেনশন আন্ডারগ্রাউন্ডেই করে তো একান্তবাসী হওয়াই হল আন্ডারগ্রাউন্ড। যখনই সময় পাবে, যদি একনাগাড়ে এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টা নাও পাওয়া যায়, তথাপি ৫ মিনিটের জন্য হলেও সাগরের তলায় চলে যাও। এতে সংকল্পের উপর ব্রেক লাগবে তারপর বাণীতে আসতে চাইলেও আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;